**Department of Bengali**
**Chotogolpo**
**Sem-VI(Hons.),DSE-3**
**Dr.Swapna Das**
**Prabhatkumar Mukhopadhyaer Chotogolpo**

বাংলা ছোটগল্প তখনো প্রভাতকাল অতিক্রম করে মধ্যাহ্নে পৌঁছেনি, উন্মেষের পর বিকাশ পর্বের ভাঙা-গড়ার কাল-এসময়ে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব ঔপন্যাসিক ও কথাসাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য ও তাঁর স্বকালের লেখক হয়েও প্রভাতকুমার নিজেকে স্বাতন্ত্র্য করে পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত হতে পেরেছিলেন। সাহিত্যজীবনের শুরুতেই প্রভাতকুমার কবি হতে চেয়েছিলেন; কিন্তু পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথই তাঁকে গদ্য লিখতে উৎসাহিত করেন। তাঁর স্নেহে, উপদেশে, উৎসাহে প্রভাতকুমার হয়ে ওঠেন বাংলা সাহিত্যের সফল ও দক্ষ গদ্যকার।

রবীন্দ্রনাথের গল্পে ভাব, প্রাচুর্যের সমৃদ্ধি, উচ্ছ্বাসের প্রবল স্রোত সহজে লক্ষণীয়-এ দিক থেকে প্রভাতকুমার ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তিনি গল্পে ভাব-উচ্ছ্বাসকে কমিয়ে তুলে ধরেছেন নিরেট বাস্তবকে, যা দেখেছেন তা-ই শৈল্পিকরূপে বুনেছেন গল্পের জমিনে। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন, 'রবীন্দ্র-কবিমানসের স্বমন্দাকিনীই ছোটগল্পে মর্ত্যভাগীরথীরূপে মানুষের কাছে আনন্দ-বেদনায় কলনাদিনী, তাই তাঁর পাবনপ্রবাহে মৃৎপুত্তলিকাও ক্ষণে ক্ষণে দেবতার অমর মহিমায় দীপ্তমান। প্রভাতকুমারের যমুনা মৃত্যু সহোদরা কালিন্দী, তাঁর নির্মল জলে পার্থিব জীবনেরই স্বমহিমচ্ছায়া প্রতিবিম্বিত।' সূক্ষ্ম জীবনবোধের কারণেই রবীন্দ্রনাথের কালে থেকেও বিপুল পাঠকপ্রিয়তা পেতে প্রভাতকুমারের এতটুকু বেগ পেতে হয়নি। বিচিত্রমুখী গল্পের জন্য তিনি সমকালেই খ্যাত হয়েছিলেন 'বাংলার মোপাসাঁ' নামে।

প্রভাতকুমার মানুষের হৃদয়ে নীরবে বয়ে চলা প্রেম-মমতার ফল্গুধারাটুকু সযত্নে ধরতে চেষ্টা করেছেন, তাঁর কাছে স্নেহ-মায়াই ছিল পরম মহার্ঘ, বহুল কাঙ্ক্ষিত। তাই প্রেম-মমতা নামের মুদ্রার উল্টো পিঠ তাঁর গল্পে কখনো উঠে আসেনি। গল্প পরিবেশনে ছিলেন বাঙালির জাতকথক; নিপুণ বর্ণনা, সংলাপের মাধুর্য ও চরিত্র-চিত্রণে প্রতিটি গল্পেই প্রভাতকুমার হাজির করতেন ভিন্নধর্মী কোনো চরিত্রকে-এসব চরিত্র কখনো দেশের সীমানা ডিঙিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে, আবার কখনো বহির্দেশের মানুষ তাঁর গল্পে এসে পড়েছে অতিথির মতো।

মানবতার দীক্ষায় দীক্ষিত, জীবনধর্মে আলোকিত-সমাজসচেতন শিল্পী প্রভাতকুমার স্বগোত্রীয় কুসংস্কারকে মর্মমূলে উপলব্ধি করেছেন। এসব অনাচার, ধর্মান্ধতার সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর বেশ কিছু গল্পে, এ ক্ষেত্রে 'দেবী' গল্পটি স্মরণযোগ্য। প্রভাতের গল্পের জগৎ কতটা

সমৃদ্ধ, গদ্যে তিনি কতটা সাবলীল পদভ্রাজক-'দেবী' পাঠে তা সহজে অনুমেয়। সমাজের অনাচারগুলো কিভাবে বিশ্বাসে রূপ নেয়, আসন গাড়ে হৃদয়ে এবং একসময় যে এসব ঠুনকো বিশ্বাস ভেঙে অতলের দিকে পতিত হয়-তা এ গল্পে আলেখ্য। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে প্রভাতকুমার অদ্ভুত এবং

বিস্ময়কর পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন। দেবী গল্পের মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টি পরবর্তী সময়ে আমরা তারাশঙ্করের 'ডাইনি' গল্পের মধ্যে খুঁজে পাই। গল্পটির মেদহীন কাহিনীতে প্রথম দর্শনে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় দয়াময়ী ও উমাপ্রসাদের দাম্পত্য জীবন, যে জীবনে তারা কল্পলোকের স্বপ্নসারথি। কাহিনীর বিকাশ ঘটে যখন দয়াময়ীর শ্বশুর স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে দয়াময়ীকে 'দেবী' বলে আখ্যা দেয়। দয়াময়ীর প্রিয় 'খোকা' অসুস্থ হলে তাকে ডাক্তার দেখানো হয় না। কারণ দয়াময়ীর নিজের বিশ্বাস-সে অলৌকিক ক্ষমতাধারী, দেবী-সে-ই সহজে খোকাকে সারিয়ে তুলতে পারবে। কিন্তু এত মানুষ ভালো হলেও খোকা ভালো হয় না, রোগাক্রান্ত খোকাকে বাঁচাতে পারে না দেবী আরোপিত দয়াময়ী। তখন কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস মুর্হূতেই উড়ে যায় মন থেকে। তাকে সব শেষে দেখি খোকার শোকে, বিশ্বাসের পতনে ও দেবিত্ব ঘোচাতে আত্মহত্যা করতে। গল্পটির শুরু যেমন, শেষ হয়েছে সেভাবেই; কিন্তু রেশটুকু যেন বহুদূর ছড়ানো।

প্রভাতকুমার গদ্যকারের চোখে দেখেছেন পৃথিবীকে, সচেতনভাবেই লক্ষ করেছেন মানুষের সামান্য থেকে সামান্যাতি আচার-আচরণ, পরিবেশকে দেখেছেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁর গল্পগুলো পাঠকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য, 'আপনার' গল্প বলে প্রতিভাত হয়েছে। প্রভাতকুমারের গদ্যের বর্ণনায় পাঠকের অন্তর্চক্ষুতে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে গল্পের চরিত্রগুলো, স্পষ্ট হয়ে ওঠে পরিবেশ, উপাদানগুলো, দৃষ্টিতে উন্মোচিত হয় পাঠকহৃদয়। তাঁর গল্পের সরস ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনায় পাঠকমাত্রই দৃষ্টিপ্রাপ্ত হবে। এ ক্ষেত্রে 'কাশিবাসিনী' গল্পের শুরুতেই প্রভাতকুমারের স্কেচধর্মী বর্ণনার কথা বলা যেতে পারে-'খগোলের বাজার হতে কিয়দ্দূরে, স্টেশনের মালগুদামের ছোটবাবু গিরিন্দ্রনাথের বাসাবাড়ি। মৃন্ময় গৃহখানি, খোলার চাল। রাস্তা হইতে সিঁড়ি উঠিয়া একটু বারান্দার মতো। তার পরই অন্তঃপুর। দুখানি শয়নঘর, একটি রসুই ঘর, একটি কাঠ রাখিবার ঘর (কপাট নাই); উঠানটি টালি বিছান; মধ্যস্থানে উচ্চ আলিসাযুক্ত কূপ; মাসিক ভাড়া ৩০ টাকা।' তীব্র পর্যবেক্ষণে কী নিপুণই না গদ্যের বর্ণনাশৈলী!

প্রভাতকুমারের গল্পের ঝোলাতে যেসব গল্প ছিল তার মধ্যে 'কুড়ানো মেয়ে' গল্পটি অন্যদের চেয়ে বেশ আলাদা ও একা। স্বল্প পরিসরের বন্ধন ভেঙে তাঁর এ

গল্পটি হয়ে উঠেছে উপন্যাসের খসড়া। প্রভাতের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এ গল্পেও 'পাঠক কৌতূহল' নিবৃত্ত করার দায়িত্ব অন্যান্যবারের মতো লেখক নিজেই নিয়েছেন। যদিও এ দায়িত্ব বাদে গল্পটি আরো সমৃদ্ধ, নিটোল ও বাহুল্যবর্জিত হতো। পরবর্তী সময়ে 'পাঠককে কৌতূহলী' রাখা স্টাইলে রূপ নিলেও প্রভাতকুমার হয়তো সচেতনভাবে তা আগ্রাহ্য করে চলেছিলেন। প্রভাতকুমার আন্তন চেকভ ও হেনরি জেমসের মতো 'ধীর স্বাভাবিক সমাপ্তি'র পক্ষপাতী ছিলেন এবং এ ধরনের সমাপ্তি তাঁর বেশ কিছু গল্পে ঘটেছে। তবে এ কথা স্বীকার্য যে স্বাভাবিক সমাপ্তি টানলেও প্রভাতের গল্পগুলো যথেষ্ট রসপূর্ণ, নান্দনিক ও সুখপাঠ্য।

প্রভাতকুমার ৩০ বছর ধরে শতাধিক গল্পের মধ্যে ফুলের মূল্য, রসময়ীর রসিকতা, পোস্ট মাস্টার, নবকথা, গহনার বাক্স, যুবকের প্রেম, আদরিণী, মাতৃহীন উল্লেখযোগ্য। ছোটগল্পের পথচলার প্রথম পর্যায়ে প্রভাতের গল্পগুলো রচিত হলেও, কয়েক দশক পেরিয়ে এ যুগের পাঠকদের দাবি মেটাতে তাঁর গল্পগুলো সক্ষম। সমাজবাস্তবতায়, চিন্তনে, বিশ্বাসে, সংস্কারে, প্রেমে, মাহাত্ম্যে জীবনবোধে প্রভাতের গল্পগুলোর বেশির ভাগ চরিত্র আজও জনজীবনে প্রোথিত, মিশ্রিত। শুরুর দিকে হয়েও তিনি এখনো যথেষ্ট আধুনিক, পাঠকপ্রিয় ও স্বমহিমায় ভাস্বর।

সূচনাপর্বেই বাংলা ছোটগল্পকে একটা শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সমৃদ্ধ উন্মেষ ও বিপুল প্রাণশক্তিতে গল্পের ভাবনা, বিচিত্র বিষয় নির্বাচন, বিশ্বস্ত উপস্থাপন আর আঙ্গিক শৈলীর জন্য এখনও তিনি অনন্য। গল্পে ব্যবহৃত উপকরণের প্রয়োজনীতা, চমৎকার পরিমিতিবোধ, বয়ানে নিপুণতা এবং ব্যাকরণ সিদ্ধতায় তার গল্প বিশিষ্ট। গল্পসাহিত্যের সূচনাপর্বেই এমন সমৃদ্ধি যে-কোনো দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে মাইল ফলক হয়ে থাকে। প্রভাতকুমার উত্তর দীর্ঘ সময় বিভিন্ন লেখকের মধ্যে তার গল্পের প্রভাব এ কথা প্রমাণ করে।

কোনো না কোনো দিক দিয়ে তিনি এখনো মূর্ত-প্রাসঙ্গিক। তিনি যেমন অনাবিল হাসির গল্প লিখেছেন, তেমনি হৃদয় উন্মেলিত সামাজিক, বিরহ, প্রণয় কাহিনিও লিখেছেন। সব ক্ষেত্রেই তিনি অনবদ্য। মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুভূতি উপস্থাপন করেছেন সরস ও সাবলীল ভঙ্গিতে। সমাজের কেরানি, উকিল, মালি,

জেলারসহ নানান পেশার মানুষ নিয়ে চমৎকার সব গল্প লিখেছেন। তাঁর গল্পে গভীর জীবনবোধের সঙ্গে হাস্যরস ও মানব হৃদয়ের স্নেহ ও প্রেমের চিরন্তন ধারা বহমান।

বাংলা গল্প সাহিত্যের ইতিহাস স্মরণ করতে গেলে প্রথমেই যে দু'জনের কথা মনে পড়ে তাঁরা হলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রায় সমসাময়িক। প্রভাতকুমারের জন্ম রবীন্দ্রনাথের জন্মের(৭ মে ১৮৬১খ্রি.) প্রায় একযুগ পরে, ১৮৭৩ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি। আবার রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ'র প্রথম গল্প 'ঘাটের কথা' ১৮৮৪ সালের দিকে লেখা। অন্যদিকে ১৮৯৫-৯৯ সালের মধ্যে প্রভাতকুমারের প্রথম গল্পসংকলন 'নবকথা' রচিত। অর্থাৎ অনেকটা কাকতালীয় হলেও তাঁদের জন্ম ও গল্পলেখার শুরু দুই-ই একযুগের ব্যবধানে। তবে প্রায় সমসাময়িক লেখক হয়েও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ছিলেন রবীন্দ্র ধারার স্বার্থক উত্তর সাধক। প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য পেয়েছিলেন প্রভাতকুমার। তাঁর 'দেবী'র আখ্যানভাগ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। তার একটি গল্পগ্রন্থের 'গল্পাঞ্জলি' নামকরণ থেকেও তা বোঝা যায়। কিন্তু দ্রুতই তিনি স্বকীয়তা তৈরি করতে পেরেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যেখানে তাঁর কবি সত্তা থেকেই কল্পনা ও গীত প্রধান, প্রভাতকুমার সেখানে কথার বুননে বাস্তব-সত্যে নিষ্ঠাবান। রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার' ও প্রভাতকুমারের 'পোস্টমাস্টার' গল্পটি তুলনা করলে তা পরিষ্কার হয়ে যায়। এদিক দিয়ে প্রভাতকুমার অনেক বেশি গাল্পিক ও নিটোল। আমাদের মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্র মহীরূহের নিচে স্বকীয়তা তৈরি সে সময় মোটেও সহজ কাজ ছিল না। প্রথম জীবনে তিনি রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য ছিলেন। একথা সত্য, রবীন্দ্রনাথ প্রসিদ্ধি বহুমুখী, প্রভাতকুমারের প্রসিদ্ধি শুধু গল্পে।

প্রভাতকুমারের গল্পের শক্তি বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়কেও আকর্ষণ করেছিল। তিনি প্রভাতকুমারের 'দেবী' গল্প অবলম্বনে বিখ্যাত 'দেবী'

চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন। পৌত্তলিক বিশ্বাসের শিকার হয়ে একজন নারীর জীবন কীভাবে বিভীষিকাময় হয়ে ওঠে এবং ট্রাজেডিতে রূপ নিতে বাধ্য হয়, তা এই গল্পে উঠে এসেছে। এর মধ্য দিয়ে তিনি সমাজাচারের মানুষের বন্দিত্বের সমালোচনাও করেছেন, যা সে সময়ের অগ্রগামী মানসিকতা ও শক্তির পরিচয় বহন করে। গল্পটি সম্পর্কে সাহিত্য সামালোচক জগদীশ ভট্টাচার্য বলেন, 'দেবী' গল্প রচনার পর পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল ধরে বাংলা ছোটগল্প অনেক পথ অতিক্রম করেছে। কিন্তু ছোটগল্পের সর্বাঙ্গীণ বিচারে এর সাফল্য ও উৎকর্ষ এখনো অনতিক্রম্য বলে মনে হয়।' এই মন্তব্য সম্ভবত তার সবচেয়ে পাঠকপ্রিয় গল্প 'ফুলের মূল্য'র ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এ গল্পে তিনি দেখান, একটা বৈরি সময়েও মানুষের হৃদয় ভালবাসা-মানবিকতা শূন্য হয়ে যায়। কিংবা এটা ভারতীয় সংস্কৃতির শক্তিরও অংশ।

সাহিত্যের মতো প্রভাতকুমারের জীবনও কম বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। ভারতের বর্ধমান জেলার ধাত্রীগ্রামে নানার বাড়িতে তার জন্ম। পৈত্রিক বাড়ি হুগলি জেলার গুরুপে। জীবনের প্রথম বেলায় খানিকটা অর্থকষ্ট তাকে ভোগ করতে হয়। পাটনা কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। তারপর সিমলা ও কলকাতায় সরকারি কেরানি পদে চাকরি করেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে বিয়ে করেন। বিয়ে সম্পর্কিত সামাজিক জটিলতা সৃষ্টি হয়। পরে একান্ত নিজের প্রচেষ্টায় তিনি লন্ডনে ব্যারিস্টারি পড়তে যান। দেশে ফিরে সে পেশায় নিয়োজিতও ছিলেন অনেকদিন। ১৯১৬ সালে তিনি আইন কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। আমৃত্যু তিনি এখানেই ছিলেন। সমাজের মানুষের কষ্ট তুলে আনার ইচ্ছে থেকে তিনি পত্রিকা সম্পাদনার সিদ্ধান্ত নেন। প্রায় চৌদ্দ বছর তিনি 'মানসী' ও 'মর্মবাণী' সম্পাদনা করেন।

একটি ব্যঙ্গকবিতা দিয়ে সাহিত্য যাত্রা শুরু হলেও গল্পকার হিসেবেই প্রভাতকুমারের খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি। তিনি ১২টি গল্পগ্রন্থে মোট ১১৮টি গল্প লিখেছেন। যা যে-কোনো সাহিত্যের ভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদ। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলোর মধ্যে আছে-

নব-কথা, ষোড়শী, দেশী ও বিলাতী, গল্পাঞ্জলি, গল্পবীথি, পত্রপুষ্প, গহনার বাক্স, হতাশ প্রেমিক, বিলাসিনী, যুবকের প্রেম, নূতন বউ এবং জামাতা বাবাজী।

তবে এই গল্পকার পরিচয়ের আড়ালে তাঁর ঔপন্যাসিক পরিচয় ঢাকা পড়ে যায়। তিনি ঔপন্যাসিক ও কবি। কবিতায় তাঁর পথচলা তেমন না হলেও তিনি ১৩টি উপন্যাস লিখেছিলেন। এগুলো হলো-রমাসুন্দরী, নবীন সন্ন্যাসী, রত্নদীপ, জীবনের মূল্য, সিন্দুর কৌটা, মনের মানুষ, আরতি, সত্যবালা, সুখের মিলন, সতীর পতি, প্রতিমা, গরীব স্বামী, নবদূর্গা ও বিদায় বাণী। তবে এগুলো তেমন পাঠকপ্রিয় কিংবা কালোত্তীর্ণ হয়ে ওঠেনি। তবে গ্রন্থাকারে প্রকাশের বাইরে তাঁর অনেক সাহিত্যকর্ম সে সময়ের পত্র-পত্রিকায় এখনো ছড়িয়ে আছে।

প্রভাতকুমারকে প্রায়ই ফরাসি প্রকৃতিবাদী লেখক গী দ্য মোপাসাঁ'র সঙ্গে তুলনা করা হয়। মোপাসাঁ নিঃসন্দেহে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার। তথাপি এই তুলনা অনেকটা ঔপনিবেশিকতা প্রভাবিত বলে মনে করা যেতে পারে। অর্থাৎ পাশ্চাত্যকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে তার সঙ্গে তুলনা করা। মোপাসাঁর সঙ্গে প্রভাতকুমারের পার্থক্যও ছিল। মোপাসাঁ শেষ পর্যন্ত প্রকৃতিতে আশ্রয় নেন। অর্থাৎ একটা বিশেষ মুহূর্তে মানুষের ভেতরের পশুবৃত্তি বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু প্রভাতকুমারের গল্পের চরিত্রে বিশেষ মুহূর্তে মানবিক বোধ ও হৃদয়বৃত্তের জয় হয়। এ ক্ষেত্রে ফরাসি সাহিত্যে পণ্ডিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাই প্রণিধান যোগ্য। ১৯১৩ সালের এক চিঠিতে তিনি প্রভাতকুমারকে লিখেছিলেন, 'বড় বড় ফরাসী গল্প-লেখকদের অপেক্ষা তোমার গল্প কোনো অংশে হীন নহে।'

সূচনাপর্ব কিংবা ঊনবিংশীয় বাস্তবতার প্রভাব বা সীমাবদ্ধতা সত্যেও প্রভাতকুমারের গল্প নিঃসন্দেহে সে সময়ের যেকোনো মহান গল্পকারের সমপর্য়াভুক্ত করা যেত। এ কথা উল্লেখ্য যে, বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পকারদের মধ্যে প্রভাতকুমারের গল্পই প্রথম ইংরেজিতে অনুবাদ হয়। ১৯৩২ সালের ৫ এপ্রিল এই মহান সাহিত্যিক মৃত্যুবরণ করেন।